প্রতিষ্ঠান প্রধানদের পদত্যাগের দাবি নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে শিক্ষার্থীদের অবস্থান

সোনারগাঁওয়ে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত

মিজানুর রহমান, সোনারগাঁও
২৮ আগস্ট ২০২৪, ১২:০০ এএম

নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁওয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বল প্রয়োগ করে পদত্যাগ করানো নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে স্থানীয় শিক্ষার্থীরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন। শিক্ষার্থীদের এমন কর্মসূচিতে প্রতিষ্ঠানগুলোতে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা।

গত ৫ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগ ও ৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর থেকে সারা দেশের ন্যায় সোনারগাঁও উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে তাদের পদত্যাগ দাবি করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত রবিবার দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ এনে কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী সোনারগাঁও সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ মো. আশরাফুজ্জামান পদত্যাগ দাবি করেন। একরকম বল প্রয়োগ করেই

তাকে ও তার স্ত্রী অধ্যাপক খন্দকার দিল আফরোজকে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন তারা। এমন একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

যদিও এমন পদত্যাগ নীতি বহির্ভূত ও অগ্রহণযোগ্য বলে দাবি করেছেন স্থানীয় প্রশাসন। গত মঙ্গলবার সকালে ওই কলেজের শিক্ষার্থীদের অপর একটি অংশ কলেজ গেটে তালা ঝুলিয়ে অবস্থান কর্মসূচি পালন করে। এ সময় তারা বল প্রয়োগে পদত্যাগপত্রে শিক্ষকের স্বাক্ষর নেয়ায় তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিবাদ জানান। একই সঙ্গে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের দাবি জানান তারা।

এ সময় সোনারগাঁও সরকারি কলেজের অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান বলেন, ঘটনার দিন তোমরা উপস্থিত থাকলে হয়তো এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হতো না। তোমাদের সমস্যার সমাধান হবে। তবে বহিরাগতরা যাতে প্রতিষ্ঠানে না ঢুকতে পারে, সেদিকে তোমরা খেয়াল রাখবা।

একই সময় সোনারগাঁওয়ে ১২৪ বছরের পুরনো বিদ্যাপীঠ সোনারগাঁও জি.আর. ইনস্টিটিউশন মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বর্তমান ও প্রাক্তন কিছু শিক্ষার্থী, অধ্যক্ষ মো. সুলতান মিয়ার পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে। বিক্ষোভকারীরা অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে বেশ কিছু দুর্নীতি ও অনিয়মের কথা তুলে ধরেন। ওই দিন অধ্যক্ষ সুলতান মিয়া উপস্থিত না থাকায় শিক্ষার্থীরা তার পদত্যাগ দাবিতে সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাহফুজের বরাবর অভিযোগ দায়ের করেন। শিক্ষার্থীরা জানান, অধ্যক্ষ সুলতান মিয়া আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল কায়সারের মামা হওয়ার সুবাদে প্রতিষ্ঠানে বীরদর্পে নানা দুর্নীতি ও অনিয়ম করেছেন। এর বিচার হওয়া দরকার, যাতে করে কোনো শিক্ষক ভবিষ্যতে এ ধরনের কর্মকা- করতে সাহস না করেন।

অধ্যক্ষ মো. সুলতান মিয়া দুর্নীতির অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, অভিযোগের সত্যতা পেলে প্রশাসন যে ব্যবস্থা নেবে, তা আমি মাথা পেতে নেব। সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক সোনারগাঁও উপজেলা শাখার সভাপতি সাবেক সহকারী অধ্যাপক মো. মনিরুজ্জামান জানান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের বিগত দিনের কর্মকা-ের ফল এগুলো। তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও সমস্যা রয়েছে। বিগত সময় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা তাদের দুর্নীতি ও অনিয়মের বিচার পায়নি। তাই তারা প্রশাসনের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছে। এ জন্য এই আন্দোলন-বিক্ষোভ। তবে নিয়মতান্ত্রিকভাবে এর সমাধান হওয়া উচিত।

এ ব্যাপারে সোনারগাঁও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাহফুজ জানান, শিক্ষার্থীরা যেভাবে পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর নিচ্ছেন, এটা নিয়মবহির্ভূত। এ পদত্যাগের আইনগত ভিত্তি নেই। তবে অভিযোগ পেলে খোঁজ নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।